দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 13 DEC 1992
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ৩

75

শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রশার উদ্যোগ পাঁচগাঁও থেকে রাজনগর

অর্থনৈতিক প্রতিবেদন॥ উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর থানায় অর্থনীতি-বিদ, পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ, প্রকৌশলী, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার সংস্থার জনপ্রতিনিধি, স্কুলসমূহের শিক্ষক ও বিদ্যানুরাগীদের একটি সম্মেলন আয়োজনের লক্ষ্যে গত সোমবার একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। পাঁচগাঁও-এ নিভৃত পল্লীর এক স্কুল ভবনে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় শিক্ষা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে রাজনগরকে একটি মডেল হিসাবে গড়িয়া তোলার লক্ষ্য স্থির করেন স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। বেসরকারী উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান-বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ এ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের তত্ত্বাবধানে এ এলাকার পাঁচগাঁও ইউনিয়নে গত অর্ধ দশক যাবৎ কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষার কার্যক্রমে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে সমগ্র থানার ৮টি ইউনিয়নে ২৫টি জীবনমুখী শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কর্মসূচীর সাথে জীবন-জীবিকা বিকাশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে ২৫শে ফেব্রুয়ারীর ২ দিনব্যাপী সম্মেলনে।

পাঁচগাঁও ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ক্রীড়ামোদী উদ্যোক্তা আবদুর রউফ আহবায়ক কমিটির সভাপতি, নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টিকারী পাঁচগাঁও হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অরুণ চন্দ্র ঘোষ আহবায়ক কমিটির সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পেয়েছেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারী সারাদিনব্যাপী বৈঠকে থানার ৪০ জন চেয়ারম্যান, শিক্ষক, অফিসার, বিদ্যানুরাগী একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করবেন। রাজনগর থানা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকগণ ২৬শে ফেব্রুয়ারী থানার উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য সংগৃহীত তথ্যাবলী ও জনসুপারিশ উপস্থাপন করবেন পৃথক এক সেমিনারে। এসব মতামত ও সুপারিশের আলোকে পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করবে বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ।

রাজধানী হতে ২২৫ কিলোমিটার দূরে মনু নদীর তীরে হাওড়ঘেরা থানা রাজনগরে উজানের ঢলের চাপ ও ফসলহানির মধ্যে কৃষি-জীবন পাণ্ডুর। শতকরা ৩০ ভাগ মানুষ এখানে ভূমিহীন, ক্ষেত মজুর। তাদের কর্মসংস্থান ৬ মাসের বেশী নয়। ফসলের উৎপাদন কেবল ধানে সীমিত হয়ে পড়ছে। প্রাকৃতিক জলাশয়ের মাছে সমৃদ্ধ এ এলাকায় এখন মাছও পাওয়া যাচ্ছে কম। গৃহস্থালী, বাগবাগিচা, হাঁস-মুরগী লালন, গরাদি পশুর ক্ষুদ্র ডেয়্যারী প্রতিষ্ঠা, শ্রমদানের জন্য কারখানা পাওয়ার আগ্রহ সাধারণ মানুষের বিশেষ করে বেকার তরুণদের মধ্যে আছে। কিন্তু সচ্ছল মানুষেরা লন্ডনে প্রবাসী স্বজনদের প্রেরিত অর্থে প্রায় উদ্যমহীন আয়েশী জীবন-যাপন করে। গ্রামাঞ্চলে বিনিয়োগ খুব কম। নিম্নবিত্ত কৃষক পরিবারে বিনিয়োগের মত উদ্বৃত্ত নেই। ৪৭-এর দেশ বিভাগের পর আসাম অঞ্চল হতে এদিকে সরে আসেন অনেক অভিজাত মুসলিম পরিবার। আবার এদিকের শিক্ষিত হিন্দু পরিবার ভারতে চলে যায়। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠীর সচ্ছল অংশ পশ্চাদপদতা কাটিয়ে উঠলেও সাধারণ মানুষ শিক্ষার দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে।

শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রসার সম্মেলনের আহবায়ক কমিটির চেয়ারম্যান আবদুর রউফ পাঁচগাঁও-এর বৈঠকে বলেছেনঃ অভাব এখানে শিক্ষার, খাওয়া-পরার এবং বিদ্যুতের। নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সামাজিক উদ্যোগ না হলে অগ্রসর হওয়া যাবে না। এসব কাজ সমাজের ভিতর থেকে করতে হবে। (কাজগুনা আমরার করতে অইবো)।

ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ স্কুলের একটি জীর্ণ চেয়ারে বসে কয়েক ঘন্টা ধরে রাজনগরের উন্নয়নে আগ্রহী মানুষদের সাথে কথা বলেন। তিনি বলেছেন, জনগণের উৎসাহ না থাকলে উন্নয়ন কাজ টিকে থাকে না, যেখানে উৎসাহ নেই, সেখানে উন্নয়ন বৃথা। সবাইকে এগিয়ে নেবার জন্য উৎসাহ সৃষ্টির একটি বাতাবরণ তৈরী করতে হবে। সমস্যা আছে। কিন্তু সমাধানের ব্যাপারে উদ্যম ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা জরুরী। একটা প্রজন্ম উন্নয়ন প্রশাসনে ব্যর্থ হওয়ায় জনমনে অনাস্থা সৃষ্টি হয়েছে। কাজের মধ্য দিয়ে আস্থা সৃষ্টি করে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে।

উন্নয়ন পরিষদ পরিচালিত এ স্কুলে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪০০ ছাড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে ৭০ ভাগই মেয়ে। অদূরে ভোকেশনাল ট্রেনিং কেন্দ্রে বাঁশ বেতের কাজ শিখছে মেয়েরা। ১২ মাসের কার্পেন্টারী কোর্সে কাজ শিখছে ১০টি ছেলে। টাইপিং কোর্সে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত সেক্রেটারিয়াল কোর্স শিখছে ছেলে-মেয়েরা। সেলাই প্রশিক্ষণ কক্ষ মেয়েদের ভিড়ে জনাকীর্ণ। ছিমছাম নিরিবিলি একটা বিরাট বাড়ী বাগবাগিচা, দীঘিসহ এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ন্যস্ত হয়েছে। এখানে পোলট্রি ও নার্সারী কোর্স খুলবে এবার। ভোকেশনাল সেন্টারটি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন পাবে। নতুন ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নিচ্ছেন ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান। একদিন কুঁড়েঘর থেকে শুরু হয়েছিল কেন্দ্র। এখন জনআগ্রহ ও সরকারের আগ্রহ যুক্ত হয়েছে। এ আগ্রহের উপর ভরসা করে তিনি এ কেন্দ্রকে উন্নত একটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার স্বপ্ন দেখছেন।

তিনি বলছিলেন, জনউদ্যম কর্তৃপক্ষের সমর্থন পায় না। কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা বাস্তব জীবনের সান্নিধ্যে পৌঁছে না। এ দু'য়ের মধ্যে সংযুক্তি ও সংযোজন ঘটানোটাকেই অর্থনীতিবিদ খলীকুজ্জামান চ্যালেঞ্জ হিসেবে তুলে ধরেন তাঁর বহুল আলোচিত নিবন্ধরাজিতে। একটি গ্রাম- তারপর একটি ইউনিয়ন থেকে তিনি সে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার সফল পদ্ধতি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন থানা পর্যায়ে। এনিয়ে আগ্রহ প্রচুর। রাজনগরে যার জন্ম- তেমন দূরান্তরের মানুষের কাছেও খবর পৌছেছেঃ রাজনগরে উন্নয়ন সম্মেলন হবে ২৫ ফেব্রুয়ারী। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও এলাকার উন্নয়নে আগ্রহী মৌলবীবাজার-শ্রীমঙ্গল নিবাসী বিদ্যোৎসাহীরাও এ সম্মেলন ও উন্নয়নে যোগ দিতে চাচ্ছেন।